যুগান্তর

তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজন...

খাঁন মাহছুরা আক্তার টুইন

শিক্ষক হচ্ছেন অগ্রসর মানুষ, আধুনিক মানুষ। শিক্ষক Creative দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন না হলে কর্মক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে না। ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে সর্বপ্রথম মানসম্মত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এ সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার অঙ্গীকার করা হয়। যুগোপযোগী প্রায়োগিক শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয়।

মানসম্পন্ন শিক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত হল অবকাঠামোগত উন্নয়ন। বিদ্যালয়ে যদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হয়, তাহলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে বাধ্য। সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলীও শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের উপযোগী মনোভাব গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে। ছোটবেলা থেকেই তাদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে হবে, পাঠের একঘেয়েমি দূর করে বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং পূর্ণভাবে পরিচিত করাতে হবে, যাতে সে তার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে। শিক্ষার্থীরা সমাজের অংশ। তাই তাদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষকের একক চেষ্টায় শিক্ষার গুণগত মান সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পাঠদান ও প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনুপাতে আসন সংখ্যা, শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার ও উপকরণ প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান ও কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। স্কুলেই পাঠদান, পাঠোন্নতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ সরকারিভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের পদোন্নতি হওয়া প্রয়োজন যোগ্যতার ভিত্তিতে, বয়সের ভিত্তিতে নয়। পদোন্নতির মাধ্যমে অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকদের বিভাগীয় পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। তাহলে তিনি তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে আন্তরিক হবেন। 'মুখে খাওয়া' সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ ফুরিয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে, কোন জাদুকাঠির স্পর্শে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, বার্মা, মালয়েশিয়ার মতো দেশ সর্বজনীন শিক্ষা, সাক্ষরতা অর্জন করতে পেরেছে, অথচ আমরা পিছিয়ে আছি। সত্যিকার অর্থে সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষ গড়ার শিক্ষা ও সাক্ষরতা অর্জনই আমাদের আলোর পথ দেখাতে পারে। কিউবা, ভিয়েতনাম, গণচীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তানজানিয়া, কোস্টারিকাসহ প্রভৃতি দেশ এভাবেই অগ্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে। আমাদের সমাজপতি, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে। কেবল সুষ্ঠু সরকারি নীতিমালাই পারে যুগোপযোগী মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে।

থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, গুলশান, ঢাকা